খনি আইন, ১৯৫২

(সর্বশেষ সংশোধন, ১৯৮৩)

ভারতের বিভিন্ন খনিতে পুরুষ ও মহিলা কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁদের মঙ্গল সাধনের জন্য ১৯৫২ সালে খনি আইন প্রণীত হয়। এই আইনের ব্যবস্থগুলি পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে ক্রমশঃ নারী শ্রমিকের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তাই এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি আলোচনা করা হচ্ছে। ১৯৮৩ সালে এই আইনের সর্বশেষ সংশোধন হয়। এই আইনটি সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

খনি বলতে কী বোঝায়

খনি বলতে বোঝায় এমন এক জায়গা যেখানে নানা ধরণের ধাতু, কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি সন্ধান করার জন্য খননকার্য চালানো হয়।

পরিদর্শক

খনির ক্ষেত্রে পরিদর্শকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণার মাধ্যমে এই পদে কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে এমন একজন ব্যক্তিকে খনি অঞ্চলের মুখ্য পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই এই আইন যে যে অঞ্চলে বলবৎযোগ্য সেইসব অঞ্চল এই পরিদর্শকের কাজের আওতাভুক্ত এবং একইভাবে মূখ্য পরিদর্শকের অধীনে কয়েকজন পরিদর্শক নিযুক্ত হতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ বলে, জেলাশাসক পরিদর্শকের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সমূহ পালন করতে পারেন।

পরিদর্শকের কাজ

কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে মুখ্য পরিদর্শক এই আইনের অধীনে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পরিদর্শকদের আলাদা করে কর্তৃত্ব দিতে অথবা তাদের ক্ষমতা কমিয়ে বা সীমাবদ্ধ করে দিতে পারেন।

মুখ্য পরিদর্শক অথবা অন্য কোন পরিদর্শক পরিদর্শনের পরে অনুসন্ধান করে যদি মনে করেন এই আইনের অধীনে কোন লঙ্ঘন ঘটেছে, তিনি উপযুক্ত ওয়ারেন্ট সহ খানাতল্লাসী করতে এবং নির্দিষ্ট বস্তু বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন।

এই আইনের অধীনে পরিদর্শক কোন বিষয় পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করতে পারেন এবং কোন খনি অঞ্চলের নিয়ম-কানুন, বাই ল' ও তার অধীনে কোন নির্দেশ ইত্যাদি পর্যাপ্ত ও যথাযথ কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

তিনি দিন হোক বা রাত, যখন মনে করবেন, তখনই খনি অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবেন, অনুসন্ধান চালাতে পারবেন বা পরীক্ষা করতে পারবেন।

বিঃ দ্রঃ অবশ্য এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা এমন অসঙ্গত ভাবে প্রয়োগ করা যাবে না যাতে খনির কাজ ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি কখনও-ই এই আইনের অপব্যবহার ঘটিয়ে খনির কাজ বন্ধ করতে বা কাজে বাধা দিতে পারবেন না।

খনি আইনের বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ আছেঃ

(১) স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়

প্রতিটি খনি এলাকায় খনির উপরে ও নীচে কর্মরত প্রত্যেক কর্মীর সহজবোধ্য ভাষায় নাগালের মধ্যে পরিস্রুত ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের জন্য তাদের সংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক আলো হাওয়া যুক্ত আলাদা আলাদা শৌচাগার ও কলঘরের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত সাফাই-এর ব্যবস্থা থাকবে।

প্রতিটি খনি এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসায় কোন প্রশিক্ষিত ব্যক্তির হেফাজতে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স থাকবে এবং এই ব্যক্তিকে নির্ধারিত কাজের সময়ের মধ্যে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বা অসুস্থ কর্মীকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে বা কোন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার সুব্যবস্থা রাখতে হবে। ১৫০ জনের বেশি কর্মী যে খনি এলাকায় কাজ করেন সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ঘরের বন্দোবস্ত রাখতে হবে এবং সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সহায়ক কর্মী ও নার্স উপস্থিত থাকবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটে খনি এলাকায় কাজ করার জন্য যে সমস্ত রোগের কথা বলা আছে সেই রকম কোন রোগ যদি খনিতে কাজ করার সময় কোন কর্মীর হয়েছে বলে ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা যায় তাহলে খনি মালিক, এজেন্ট অথবা ম্যানেজার এবং ডাক্তার রোগীর নাম ও ঠিকানা, রোগের বিস্তারিত বিবরণ ইত্যাদি সমস্ত তথ্য দিয়ে মুখ্য পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন। ডাক্তারি পরীক্ষার যাবতীয় খরচ খনির মালিক, এজেন্ট বা ম্যানেজারের কাছ থেকে আদায় করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করলে খনি এলাকায় রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য সরাসরি ভাবে এক বা একের বেশি আইনজ্ঞ অথবা বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা যেতে পারে।

খনির ভিতরে বা খনি এলাকায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, কর্মীর মৃত্যু হলে অথবা শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে, বিস্ফোরণ ঘটলে, আগুন লাগলে, বিষাক্ত গ্যাস বের হলে, জলস্রোত সৃষ্টি হলে, খনিতে নামার লিফ্‌টের দড়ি বা চেন ছিঁড়ে গেলে বা অন্য যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে পড়লে, কোন কাজের অংশ ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটলে মালিক, এজেন্ট বা ম্যানেজার সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং কপি নোটিশ বোর্ডে অন্ততঃ চৌদ্দদিন টাঙিয়ে রাখবেন যাতে উপযুক্ত আধিকারিকেরা এ বিষয়ে

অনুসন্ধান করতে পারেন। মুখ্য পরিদর্শকের অনুমতি ছাড়া দুর্ঘটনার জায়গার কোন রকম বদল ঘটানো চলবে না। মুখ্য পরিদর্শক বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে অনুসন্ধানের কাজ শেষ না করতে পারলে আবার খনির কাজ শুরু করা যাবে।

(২) সাপ্তাহিক বিশ্রাম

কোন কর্মী খনিতে উপরে বা নীচে একটানা ছয়দিনের বেশি, সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টা অথবা দিনে নয় ঘন্টার বেশি কাজ করবেন না। অবশ্য শিফ্ ট্ পরিবর্তনের সময় কাজের সীমা বাড়তে পারে। খনির ভিতর যারা কাজ করেন তাদের অবশ্যই শিফ্টে কাজ করাতে হবে। ওভারটাইম সহ দিনে দশ ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। কোন কর্মীকে তার পাওনা সাপ্তাহিক ছুটি যদি না দেওয়া হয়, একমাসের মধ্যে ঐ ছুটি দিতে হবে। প্রতি পাঁচ ঘন্টা কাজের পর খনি কর্মীরা যেন আধঘন্টা বিশ্রামের সুযোগ পান।

(৩) নথিভুক্তিকরণ

খনিতে যারা কাজ করেন তাদের নাম, বয়স, লিঙ্গ ও অন্যান্য পরিচয় নির্দিষ্ট ফর্মে পুরণ করে রাখতে হবে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য

কোন মহিলা মাটির নীচে কোন অংশে কাজ করবেন না। কোনভাবেই কোন মহিলা কর্মীকে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার পরে কাজ করানো যাবে না। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সময়সীমার বদল ঘটাতে পারেন। তবে কোন অবস্থাতেই মহিলা কর্মীকে রাত ১০ টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত কাজ করানো যাবে না।

শাস্তি ঃ

মুখ্য পরিদর্শক অথবা অপর কোন পরিদর্শক বা অন্য কোন উপযুক্ত আধিকারিকের কাজে বাধা সৃষ্টি করলে অথবা তাদের নির্দেশ অমান্য করলে তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটোই একসঙ্গে হতে পারে।

কোন নথিতে ইচ্ছাপূর্বক ভুল তথ্য দিলে তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটোই একসঙ্গে হতে পারে।

খনি আইনের নিয়মাবলী, বাই-ল ইত্যাদি লঙ্ঘন করা, দুর্ঘটনার নোটিশ যথাসময়ে বোর্ডে না টাঙানো ইত্যাদির শাস্তি তিনমাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটোই।

১৮ বছরের কমবয়স্ক ব্যক্তিকে খনির কাজে নিযুক্ত করার শাস্তি হল পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

মালিক, এজেন্ট বা ম্যানেজার এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন করলে বিচার হবে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রে ট বা প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে।

জেনে রাখা দরকার

কোন খনি মালিক, এজেন্ট বা খনি ম্যানেজার যদি উপরিউক্ত বিষয়গুলি মেনে না চলেন তাহলে যেকোন খনি শ্রমিক/কর্মী মুখ্য পরিদর্শকের কাছে আবেদন জানাবেন।